অনলাইনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দায়িত্বশীল আচরণের দিকগুলো কী?

Digital Literacy Center

দোস্ত আমাকে অনলাইনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দায়িত্বশীল আচরণের দিকসমূহ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলবি?

বলবো শোন, বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। সবাইকে বন্ধু মনে করা যাবে না।

কারো সাথে অকারণে অনলাইনে চ্যাটিং/আলাপ করা যাবে না।

অপরিচিতদের অনলাইন মাধ্যমে যুক্ত করবি না।

তারপর তোর বন্ধু তালিকার সকলকে বিশ্বস্ত মনে করবি না। একজন ব্যক্তি বন্ধু তালিকায় কয় বছর ধরে আছে, এটি দিয়ে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাই অনলাইনে কার সাথে কী কথা বলছিস এবং কীভাবে সে বলছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তারপর অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধুদের গ্রুপে যদি অতিরিক্ত যৌনতা বিষয়ক কৌতুক অথবা বাক্যালাপ হয় তাহলে এর প্রতিবাদ করতে হবে।

যদি প্রতিবাদে কাজ না হয় তাহলে তাদের সাথে যে কোনো রকম আলাপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আচ্ছা। তারপর?

তারপর পরিবারের সদস্যদের অনলাইন যৌন হয়রানির ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

সেই সাথে তাদের বুঝাতে হবে যে কীভাবে তারা নিজেদের যৌন হয়রানির ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে পারে।

প্রয়োজনবোধে এই ব্যাপারে নিয়মিত পারিবারিকভাবে আলোচনা করতে পারিস।

কাউকে অনলাইনে যৌন হয়রানির শিকার হতে দেখলে অথবা কেউ যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে বুঝতে পারলে অবশ্যই ভিক্টিমের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে কাউকে যৌন হয়রানিমূলক আচরণ করতে দেখলে সাথে সাথে তার অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমের কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

সেই সাথে যদি বুঝতে পারিস ঐ ব্যক্তি কাকে হয়রানি করছে তাহলে হয়রানিকারীর অ্যাকাউন্ট রিপোর্ট করে আনফ্রেন্ড/ব্লক করে দেয়ার জন্য ভিক্টিমকে পরামর্শ দিবি।

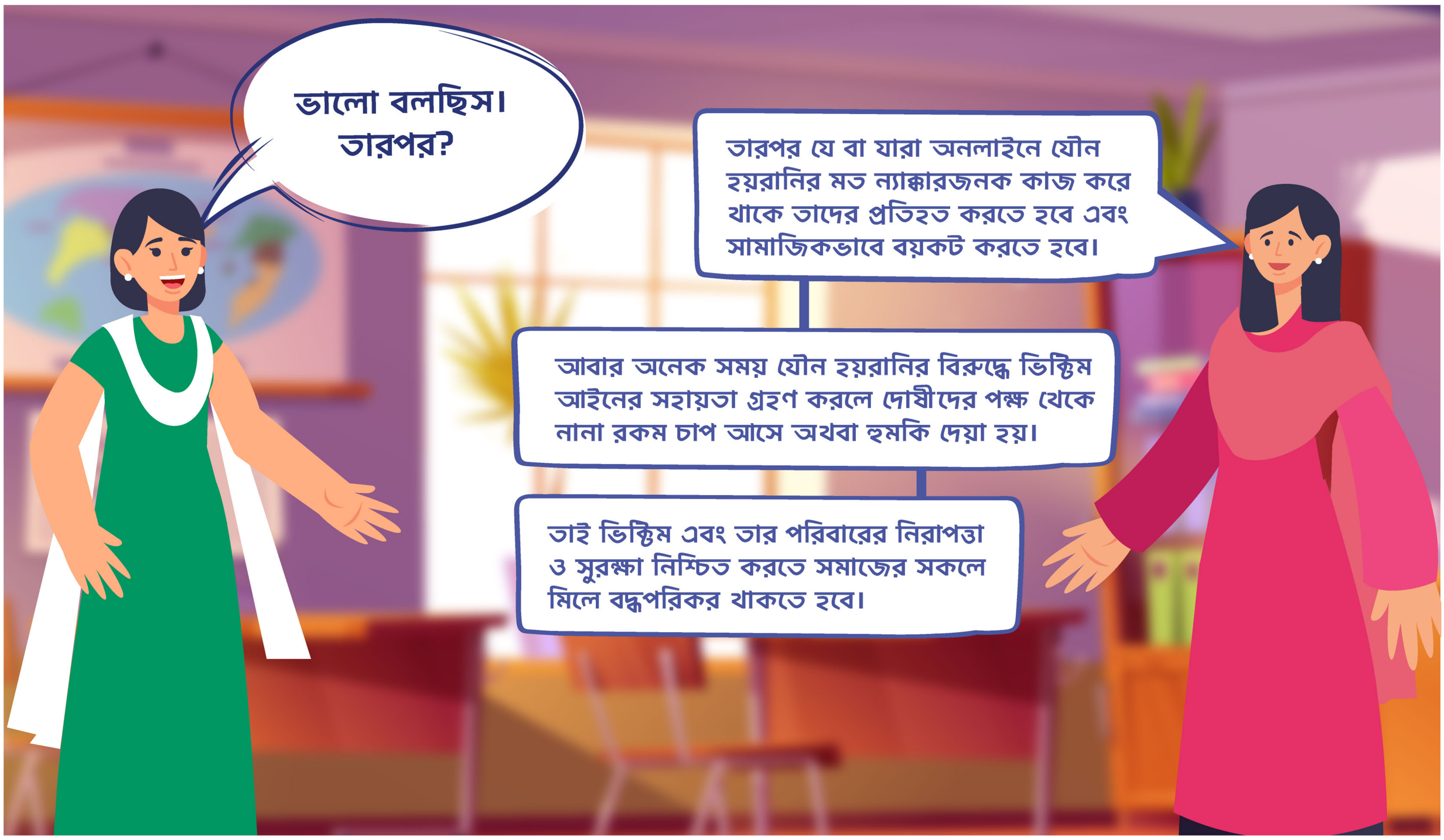
ভালো বলছিস। তারপর?
তারপর যে বা যারা অনলাইনে যৌন হয়রানির মত ন্যাক্কারজনক কাজ করে থাকে তাদের প্রতিহত করতে হবে এবং সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।
আবার অনেক সময় যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে ভিক্টিম আইনের সহায়তা গ্রহণ করলে দোষীদের পক্ষ থেকে নানা রকম চাপ আসে অথবা হুমকি দেয়া হয়।
তাই ভিক্টিম এবং তার পরিবারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজের সকলে মিলে বদ্ধপরিকর থাকতে হবে।

ঠিক আছে দোস্ত।
কিন্তু হঠাৎ তুই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিস?

না ইদানীং এই বিষয়গুলো মহামারীর মত হয়ে যাচ্ছে তাই জেনে রাখলাম।
খুব ভালো করছিস। তোর মত ছেলে মেয়ে সবার জানা উচিত।